দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 18 SEP 1987
পৃষ্ঠা 6 কলাম 3

119

শিক্ষাঙ্গন

সামমহালদারপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়

চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলার ১৩নং নোয়াপাড়া ইউনিয়নের অন্তর্গত সামমহালদারপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ১৯৩০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিগত ১৯৪৯ সালে এই স্কুলটি সরকারীকরণ করা হয় এবং ১৯৬৮ সালে স্কুলটির পাকা গৃহ নির্মাণ করা হয়।

বর্তমানে ৪শ'য়ের উপরে ছাত্র-ছাত্রী এই স্কুলে অধ্যয়নরত। ইদানীং এই স্কুলট বহুমুখী সমস্যায় জর্জরিত। বর্তমানে স্কুলটির ছাদে বড় ধরনের ফাটল দেখা দিয়েছে। বৃষ্টির সময় ফাটল দিয়ে পানি পড়ে। তাই বৃষ্টির দিনে ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে লেখাপড়া করতে হয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আজ পর্যন্ত স্কুলটির পুনঃ মেরামতের কোন কাজ হাতে নেয়া হয়নি। বিগত '৮৩-৮৪ অর্থবছরে সরকার স্কুলটির জন্য দশ হাজার টাকা অনুদান দেন। কিন্তু সেই টাকা স্কুল সংস্কারের কাজে লাগানো হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে। প্রয়োজনীয় বেঞ্চ, টেবিল নেই। খেলাধুলার জন্য নেই কোন ভাল মাঠ।

ছাত্র-ছাত্রীর তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা অপ্রতুল। বর্তমানে তিনজন শিক্ষক-শিক্ষিকা দ্বারা স্কুলটি পরিচালিত হচ্ছে। রাউজানে ১২৬টি স্কুলের মধ্যে এই স্কুলটি লেখাপড়ায় বেশ সুনাম অর্জন করেছে। প্রতি বছর ২/১ জন ছাত্র-ছাত্রী বৃত্তি লাভ করছে। বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলও সন্তোষজনক।

—রফিকুল আজাদ

শহীদনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমস্যা

ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের লালবাগ থানাধীন ২৩নং ওয়ার্ডে অবস্থিত শহীদনগর প্রাথমকি বিদ্যালয়। বর্তমানে স্কুলটি নানা সমস্যায় জর্জরিত। শহীদনগরে অবস্থিত শহীদনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮০ সালে একটি বেড়ার ঘর তৈরী করে পাটি বিছিয়ে ক্লাস শুরু হয়। বিগত ১৯৮৪ সালে স্কুলটিকে সরকারীকরণ করা হয়। বর্তমানে বিদ্যালয়টিতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৩ শতাধিক।

বিদ্যালয়টিতে শিক্ষার জন্য আসবাবপত্রের তীব্র অভাব রয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনায় শিক্ষক রয়েছে কম। বর্তমানে স্কুলটিতে ৬ জন অবৈতনিক শিক্ষক রয়েছেন। শহীদনগর এলাকায় মাত্র দু'টি স্কুল। তন্মধ্যে শহীদনগর এবং আমলীগোলা।

শহীদনগরের স্কুলটির ৪০ শতাংশ জায়গা খালি এবং ৬০ শতাংশ জায়গায় একটি একতলা বিল্ডিং আছে। এখানে ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনায় ক্লাসরুম কম। ছাত্রদের ক্লাস করার জন্য বেঞ্চ নেই। খেলাধুলার জন্য মাঠ নেই। পিপাসা নিবারণের জন্য একটি টিউবওয়েল আছে। তা-ও নষ্ট এমনকি টয়লেট পর্যন্তও নেই। যার ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের বেশ দুর্ভোগ পোহাতে হয়। বিদ্যালয়টি বর্ষার সময় পানির নীচে থাকে। এসব সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।

—মোঃ জামাল উদ্দিন